প্রথম প্রকাশ/২২ শ্রাবণ ১৩৮৩

প্রচ্ছদ/অলংকরণ
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক : দেবকুমার বসু। বিশ্বজ্ঞান। ৯/৩ টেমার লেন। কলকাতা-৯
মুদ্রণ : শ্রী আর্ট প্রেস। ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্‌প্রেসান হাউস। ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলকাতা-৯

দাম | চার টাকা

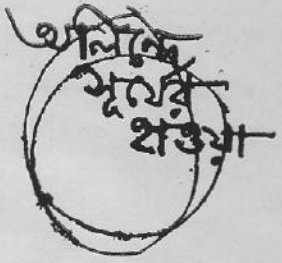

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
মতি মুখোপাধ্যায়
পীযূষ ধর
রমানাথ ভট্টাচার্য

বিশ্বজ্ঞান

৯/৩ টেমার লেন। কলকাতা-৯

রমানাথ ভট্টাচার্যের কবিতা

পৃষ্ঠা ৫১-৬৪

আঁধারে রূপালি জ্বালো
বেঁচে থাকে ভালোবাসা
সর্বশেষ অনুরোধ
সামান্য মুখর হল
তবু অন্ধগ্রহ আমি
ইচ্ছা হয়
গৃহী আমি
ছায়া জ্যোৎস্না জলের সঙ্গীত
ভালোবাসা ক্ষমা জানে
অহংকার নিয়ে
রাজা তুমি
দুহাত বাড়িয়ে দিতে
দারুণ অসহ্য তুমি
মুমূর্ষু জীবন
হাত ধরে ডাক দিই
সব কুশলী ডাকু
ঘুরে ঘুরে পথ
আমি উদ্ধত পাহাড়
রাতের বেলিগাছের উদ্দেশ্যে
সাগ্নিক আঁধার
যদিও পঞ্চমী আমি
যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয়
রাজা তুমি-২
চাতক আসে
নীল রোজ
জল দিলি তুই
গিনির গড়া তারার ঘরে

রমানাথ ভট্টাচার্য
শিলঙ/মেঘালয়

প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ ঃ

প্রেম অপ্রেম ও পৃথিবী

আঁধারে রূপালি জ্বালো

কে করে আহত সব নখের আঁচড় দিয়ে—দাঁতের আঘাতে
তছনছ কোরে সব, খেয়ালি দৈত্যের মতো ভেঙে সব করে চুরমার
আগুনে দুহাত রাখে, অন্ধকারে চোখ
রৌদ্রে পুড়ে চিতাভস্ম করে দেয় ঘরবাড়ি এবং জীবন।

সবকিছু লণ্ডভণ্ড উন্মাদের হাতে সব স্থাবর জঙ্গম
বৃষ্টি নামো নামো স্নিগ্ধ জল
সর্বত্র ছড়িয়ে দাও সবুজ স্নিগ্ধতা শুধু জ্যোৎস্নার সোনালি
আঁধারে রূপালি জ্বালো ঝড় করো রৌদ্রের দেয়ালি।

বেঁচে থাকে ভালোবাসা

নিপুণ দর্শক সেজে ভীড়ের আড়াল থেকে দেখে নিই অনুপম মুখ
দেখি স্বর্ণলতা হাত বুকে স্নিগ্ধ সাজঘর দেখে নিই মোহিনী শরীর
কারণ, তির্যক চোখে দৃষ্টিপাত করলে করো দারুণ কটাক্ষ ছোঁড়ে দুবার নিষেধ
রেগে হও কলহপ্রেমিক নারী অশরীরী ঝাড়ু খুন্তি দুহাতে উত্থিত
কারণ, প্রাসাদহীন সুদর্শন ঘরহীন সাধারণ জন
অমানুষ ভাবো তাই, ভালোবাসতে অনিচ্ছুক— নিশ্চল পাথর।
চোর সেজে ভীড়ের আড়াল থেকে তোমাকে প্রত্যহ দেখে সবুজ হৃদয়
বেঁচে থাকে ভালোবাসা—জ্যোৎস্নাবৃষ্টি বুকের ভেতর।

সর্বশেষ অনুরোধ

সর্বশেষ অনুরোধ প্রবাসী হয়ো না তুমি এ শহরে বেঁধে নিয়ো ঘর
অন্তত সপ্তাহে মাসে চোখে চোখে কথা বলে স্নিগ্ধ হবে সমস্ত হৃদয়।
কারণ, সম্ভব নয় দুরান্তে যক্ষের মতো দিনকাল বর্ষ অতিক্রম
প্রত্যহ আগুন সেঁকে কে কখন বাঁচে বলো, ঝর্ণা নদী হয় জলহীন।

হয়ো না প্রবাসী তুমি হাতের কিনারে থেকে বেঁধে নিয়ো ঘর
দেখা হলে দৃষ্টিপাত ছুঁয়ে দিয়ো দুইহাতে জ্যোৎস্না রোদ সবুজ শহর।

সামান্য মুখর হও

সর্বদা নীরব থেকে সব অংকে লিখো তুমি ভুল প্রতিলিপি
টেবিলেই পড়ে থাকে সকল জরুরী চিঠি ডাকে ফেলা হয় না কখনো
হাত থেকে খসে পড়ে মূল্যবান নথিপত্র রাখি না খবর
স্মৃতি সত্তা কেড়ে নাও বুকের ভেতর ছোঁড়ো পাথুরে পাহাড়।

সামান্য মুখর হও চোখ খুলে হাতে দাও প্রিয় শব্দাবলী
ভালোবাসা ভিন্ন সব কবুরে আঁধার।

গৃহী আমি

গৃহী আমি লোহার শৃঙ্খল পায় দুইহাতে রজ্জুর বন্ধন
সন্ন্যাসীর মতো তাই ধর্ম মোক্ষ আলো জ্যোৎস্না করি না প্রার্থনা
রক্তিম কামনা নিয়ে যাক্রা করে লক্ষ মুদ্রা দিই রোজ দেবতাকে ফুল
সোনালি স্বার্থের মুখে মুখ রাখি চুমা খাই প্রিয়ার মতন।

গৃহী আমি আলোক জ্যোৎস্না, সবিনয়ে করি রোজ কাঞ্চন প্রার্থনা
একেই সর্বদা আমি অনায়াসে ভাবতে পারি ধর্মমোক্ষ রোদ
কারণ, অক্ষম আমি দেয়াল বিদ্রোহ করে দুই হাতে লোহার শৃঙ্খল।

ছায়া জ্যোৎস্না জলের সঙ্গীত

দুর্দান্ত গ্রীষ্মের চড়ে সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে রক্তাক্ত আগুন
ত্রাহি-ত্রাহি ধ্বনি ওঠে সত্তাময় ওঠে আর্তনাদ
বটগাছ ডেকে দেয় স্নিগ্ধ ছোঁয়া দুহাতে বিছিয়ে দেয় কৃষ্ণচূড়া ছায়ার আঁচল

মুহূর্ত ঘুমিয়ে নিই জলের ভিতর যেন বরফের ঘরে
দুর্দান্ত দুপুর নেভে হিমস্রোতে শিশির প্রবাহে
দেশান্তরে ওড়ে গ্রীষ্ম, সত্তাময় ছায়া জ্যোৎস্না জলের সঙ্গীত।

ভালোবাসা ক্ষমা জানে

কখনো বিস্মৃত নও প্রতিদিন বুকে তুলো স্মৃতির পতাকা
প্রত্যহ দর্পন খুলে মুখ দেখি যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞাসা করি তোমার ঠিকানা
ভুলে যাই ছুঁড়েছিলে চোখে বুকে ক্ষিপ্ত তলোয়ার
হয়েছিলে ঝঞ্ঝা তুমি ছিন্নভিন্ন করেছিলে সবুজ আকাশ।
ভালোবাসা ক্ষমা জানে ভুলে গিয়ে রক্তাক্ত অতীত
বাসন্তী নক্ষত্র হয় শান্ত স্থির জলাশয় উজ্জ্বল দেবতা।

অহংকার নিয়ে

অহংকার নিয়ে সব থাকে রোজ স্বতন্ত্র জগতে
কেউ কারো কাছে যেতে মানা রোজ বজ্রের নিষেধ।
ভালোবাসা পড়ে থাকে মাটির বাসন যেন স্থবির পাথর
কুমেরু অঞ্চলে কেউ, কেউ থাকে সুমেরু শিখরে।

রাজা তুমি

রাজা তুমি দাসীর দল বাইজী নাচে বন্দনা করে রোজ
স্তাবক হাসে স্তাবকী নাচে রঙিন আলোর ঢেউয়ে তুমি বুঁদ
গোঁফের তায় শাসন করো দারুণ যাদুকর
তোমার পায়ে চুমো খেয়ে চাতক মাগে জল।

রাজা তুমি তুমিই প্রভু স্বয়ং ভগবান
তোমার পদ উদক পেতে তাড়ির মতো লোভ
সেবক চাটে গায়ের মধু, আহ্লাদে করে নাচ।
রাজা তুমি তোমার স্তুতি বন্দনাগান রোজ।

দুহাত বাড়িয়ে দিতে

দুহাত বাড়িয়ে দিতে কেন দূরবর্তী থাকো প্রত্যহ প্রবাসী
কেন ভাবো অনাত্মীয় সব লোক, বন্ধুহীন তোমার পৃথিবী।
হৃদয় বাড়িয়ে দেখো সব মুখ তোমার মুখের মতো দারুণ সুন্দর
জনগণ বন্ধু লোক, সাধারণ বিশেষ স্বজন।

দারুণ অসহ্য তুমি

দারুণ অসহ্য তুমি, মুখের মুদ্রার ছন্দে কতক্ষণ বিনম্র হৃদয়
বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি ক'রে জয় করতে গিয়ে হও বিজিৎ সৈনিক
চেউ শুধু চেউ তুমি, নও সমুদ্র কি সরযূর এককণা জল
অবিরাম ভাসমান, নীড় নয় ঘর নয় দৃষ্টির ঠিকানা।

অসহন যৌন রৌদ্র হৃদয় বিছিয়ে দাও জলের মতন
তাহলে মহিষী হয়ে বাঁচতে পারো দীর্ঘজীবী হতে পারো বুকের ভেতর।

মুমূর্ষু জীবন

রাজ্য রাজধানী চাই করতলে চাই রোজ বিশাল পৃথিবী
হাতে আসে বিরাট সাম্রাজ্য নয়, সাধারণ ঘরবাড়ি ধন
আকাঙ্ক্ষা দুর্মর থাকে চরাচরে জ্বলে ওঠে দুর্বার আগুন
জলন্ত চিতার তাপে দগ্ধ হই মুমূর্ষু জীবন।

হাত ধরে ডাক দিই

হাত ধরে ডাক দিই ঢেউ ওঠে হৃদয়ে তোমার
আলোর আড়ালে এসে কণ্ঠে রাখ হাত।
পলকে বসনহীন বস্ত্র হাসে পায়
কটি জঙ্ঘা ও পাহাড়ে জ্যোৎস্নার মতো হাসে রোদ।

সব কুশলী ডাকু

একটি উদার বৃক্ষ আমি পাইনি পৃথিবী ঘুরে
যে দেয় ফুল অথবা ফল অথবা চাঁদনী ছায়া
প্রতিটি বৃক্ষ দুয়ারে এলে গুটিয়ে নেয় ডাল।

বৃক্ষের বদলে পেয়েছি আমি হাজার ক্যাকটাস
মাথায় ভাঙে কাঁঠাল রোজ এবং পুকুর চোর
মুখে উড়ায় কলার খোসা, সব কুশলী ডাকু।

ঘুরে ঘুরে পথ

গৌহাটী-শিলং-বাসের মতো
দুই পার্শ্বে সামনে রেখে উদ্ধত পাহাড়
ঘুরে-ঘুরে পথ
এক মাইল উঠতে গিয়ে হাঁটতে হয় দীর্ঘতম পথ,
চূড়োয় উঠতে গিয়ে পাথেয় নিঃশেষ

গৌহাটী-শিলং-বাসের মতো ঘুরে-ঘুরে পথ।

আমি উদ্ধত পাহাড়

রাজা, অহংকার নিয়ে দূর থাকো
যেভাবে দিন থাকে রাত থেকে হাজার মাইল দূর
অথবা যেভাবে সুমেরু কুমেরু থাকে দুর্গম দূরত্বে
তাতে কিছুই যায় না আসে না
আমার একটি লোম ওঠে না পড়ে না
আমি ধূলো কিংবা নুড়ি নই, উদ্ধত পাহাড়।

রাতের বেলিগাছের উদ্দেশ্যে

ইচ্ছা হয় সারারাত গন্ধভরা বাতাসী আঁচল
টুক্‌রো-টুকরো করে খাই
সাদা-সাদা বাহুর নরমে
পড়ে থাকি সমস্ত রাত্তির ;—

একরাত বহুক জলের স্রোত সত্তার গভীরে
একরাত দারুণ ঘুমিয়ে নিই জ্যোৎস্নার শরীরে।

সাগ্নিক আঁধার

তোমার আঙুল ছুঁয়ে
ছায়ায় দাঁড়িয়ে
দগ্ধ হাত, দেহ এই
নিদ্রাহীন রাত ;
গুঁড়োগুঁড়ো সূর্য ঝরে
আগ্নিক আঁধার।

যদিও পঞ্চমী আমি

যদিও পঞ্চমী আমি তবু নই শীত গ্রীষ্ম ভিখিরী আকাশ
দুই চোখে চেয়ে থেকে ইথারে ভাসাতে পারি সাত লক্ষ ফুল
কালো চুল পাখা ক'রে দুই হাতে দিতে পারি স্নিগ্ধ বনাঞ্চল।

যদিও পঞ্চমী আমি তবু নই শূন্যতার দীর্ঘ নদীচর
জ্যোৎস্না রৌদ্র ম্লান ক'রে, হৃদয়ের গন্ধ দিয়ে, হাসির সুবাসে
গড়তে পারি জলঘর, রূপসী অঞ্চল।

যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয়

যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয়
সমুদ্র অথবা নদী অক্ষম ভিজিয়ে দিতে তার নখ অথবা আঙুল
অস্নাত সে, সর্বদা আকাশে উড়ো পিপাসী চাতক
কোথাও আছে কি ছায়া যেখানে ঘুমুতে পারে একদণ্ড অনিদ্র পথিক।

যে পেলো না অজস্র নক্ষত্র ভরা রাতের রূপালি
তার কাছে অভিন্ন জীবন মৃত্যু সুমেরু সাহারা কিংবা আলো অন্ধকার
বিস্তৃত সবুজ রাজ্য বালুচর, সঙ্গীত বিহীন
সূর্যও অক্ষম রোজ তার হাতে দিতে কিছু রত্নগর্ভ দিন।

যে পেলো না জলঘর সজল হৃদয়
সে জন সর্বদা শব গতিহীন, উৎসে তার হাজার পাহাড়।

রাজা তুমি-২

রাজা তুমি ইচ্ছা হলে ডিগবাজি খাও আধ-কাপড়ে নাচো
কেউ হাসে না, পাথর সব কেউ খোলে না মুখ
কারণ, তোমার বিদেহী হাত গ্রেনেড দিয়ে শাসন করে আকাশ মাটি জল
আকাশ থেকে ইন্দ্র উধাও সাগর থেকে ঢেউ।

রাজা তুমি চাবুক দিয়ে ঠাণ্ডা করো পাহাড় নদী
আগুন দিয়ে শাসন করো লোক
পাহাড় তোমার ধ্যান করে, গান গেয়ে নদ বন্দনা করে
তারারা করে চরণসেবা, সূর্য মাথে নীল।

চাতক আসে

রূপশ্রী, তোর চোখের মীড়ে দুচোখ রেখে
দুহাত রেখে দুই পাহাড়ে
উষ্ণ দুপুর সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধ হাওয়া।
ফুল-পাপড়ি শরীর থেকে গন্ধ দিয়েই
দারুণ রৌদ্র ভিজিয়ে দিস শিশির মাখা ভোরে।

চাতক আসে তোর দুয়ারে নরম হাওয়ার বৃষ্টি নিতে
রৌদ্র আসে অলিন্দে তোর কলস ভরে জ্যোৎস্না নিতে।

নীলরোজ

ভালোবাসা পেতে
সর্বদা পথিক আমি
পথ থেকে পথে হাঁটি, হাতপাতি প্রত্যেক দুয়ারে
প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য থেকে সুমেরু কুমেরু অব্দি যাযাবর রোজ।

প্রতি দেশ রিক্ত নিঃস্ব, শূন্যহাত সুন্দর কাশ্মীর থেকে দ্রাবিড় অঞ্চল
ভিখিরীর মতো ঘুরি, আমার চোখের জলে নীলরোজ দক্ষিণ সাগর।

জল দিলি তুই

জল দিলি তুই ফুল দিলি তুই দিলি কোমল বাহুর হার
ইথার জুড়ে ছড়িয়ে দিলি গানের কলি
গোলাপকুঁড়ি ছড়িয়ে দিলি সবখানে তুই।

ভালোবাসার চাঁদনী দিয়ে রামধনু রং দেয়াল দিলি
সবুজ নীল শ্বেত সোনালি আবাস দিলি
রাজার মতন রাজ্য দিলি ঢেউখেলা নীল মাঠের বাহার।

গিনির গড়া তারার ঘরে

মোহর দিলে হাত পেতে নাও
মুকুট দিলে ঢেউয়ের মতো নাচো
ভালোবাসা দিলে উধাও
ছেঁড়া-পাতার মতন তুমি উড়িয়ে ফেলো ড্রেনে
হাওয়ায় উড়োও ধুলোর মতো।

ফাঁসলাগা এক-ধেনুর মতো ভালোবাসা রোরুদ্যমান
জলোত্থিত জালের ভাঁজে মুমূর্ষু মাছ
ভালোবাসা শত্রু তোমার হাত পেতে চাও রাজবাড়ি রোজ
গিনির গড়া তারার ঘরে রাস।